দৈনিক বাংলা

030

তারিখ ... 12/10/82 ...

DAINIK BANGLA

প্রাইমারী স্কুলের নতুন বই ছাপা প্রায় শেষ

শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে ডঃ মজিদ খান

॥ বেগমজেড হোসাইন মোরশেদ ॥

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান জানিয়েছেন, নয়া শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রণীত প্রাইমারী পর্যায়ের সকল বই ছাপার কাজ শেষ হয়ে এসেছে। এসব বই বিনামূল্যে বিতরণের কাজ আগামী ১লা ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হবে। তিনি জানান, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সব বই বিনামূল্যে দেয়া হবে। তবে 'চয়নিকা' বইটি পয়সা দিয়ে কিনতে হবে।

প্রাইমারী শিক্ষক সংকট সম্পর্কে মন্ত্রী বলেছেন, যে সাত হাজার প্রাইমারী শিক্ষকের যে পদ খালী রয়েছে তা আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে পূরণ করা হচ্ছে। নিয়োগ সংক্রান্ত ১৯৮০ সালের আইন পরিবর্তন করা হচ্ছে। সব কিছুই প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, আইন প্রণয়ন হচ্ছে এই আশায় এর মধ্যেই দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত 'লোকাল প্যানেল' গঠনের নির্দেশ চলে গেছে। নিয়োগের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামকে।

কয়েকদিন আগে মন্ত্রণালয়ে তাঁর দফতরে এক বিশেষ স্বাক্ষাৎকারে মন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান আমাকে একথা জানান।

১৯৮৩ সালে এসএসসি পরীক্ষায় যারা পাস করবেন তারা যাতে কারিগরি ও বাণিজ্যিক কোর্সে ঘোষিত বিভিন্নমুখী শিক্ষালাভ করতে পারে তার জন্য প্রস্তুতি কাজ শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্নমুখী এই কোর্সের মধ্যে নার্সিংকেও অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারেও প্রস্তুতি চলছে।

ডঃ মজিদ খান বলেন, নবম শ্রেণীর অংক, বাংলা, ইংরেজী এবং বিজ্ঞান বিষয়ক বইগুলোর 'প্রি-টেস্টিং' অর্থাৎ প্রারম্ভিক নিরীক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা ১৯৮৩ সাল থেকে চালু হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে মোট বইয়ের সংখ্যা হবে ১ শ ১২টি। এর প্রত্যেকটি বই দেশের প্রত্যেকটি স্কুলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে [illegible] পরীক্ষা করে নেয়া এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ারও সিদ্ধান্ত নেয়া

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ছাপা প্রায় শেষ

(১-এর পৃঃ পর)

হয়েছে। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের জন্য 'লেসন প্ল্যান' তৈরির ব্যাপারেও একটি সুষ্ঠু ও সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

আরবী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্তের প্রশ্নে মন্ত্রী তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে চাকরির প্রতি লক্ষ রেখে আরবী ভাষা শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর এই ভাষ্য আংশিক সত্য, পুরোপুরি সত্য নয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ। প্রাথমিক পর্যায়ে আরবী ভাষা শিক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের জীবন-যাত্রারই অঙ্গ। এটি নতুন নয়। সনাতনভাবে এটা চলে আসছে। এটি জীবনভিত্তিক শিক্ষা। বর্তমান শিক্ষানীতিতে একে শুধু 'ইনস্টিটিউশনালাইজ' করা হয়েছে। আরবী অক্ষর জ্ঞান এবং এই ভাষায় মৌলিক কিছু বিষয় সম্পর্কে যাঁর ধারণা থাকবে পরবর্তী পর্যায়ে কোন বৃত্তিমূলক পেশায় যুক্ত হলে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশে গেলে বাড়তি সুবিধা পাবেন। একথাই আমি বলতে চেয়েছি। এর সঙ্গে হীনমন্যতার কোন সংযোগ নেই। মহান ভাষা আন্দোলন এবং মাতৃভাষা বাংলার পরিপন্থীও এটি নয়। ভাব, সাহিত্য ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষা তো রয়েছেই।

মন্ত্রী জানান, ১৯৮৩ সাল থেকে নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকসমূহের প্রি-টেস্টিং ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। অংক, বাংলা, ইংরেজী, বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সে অনুসারে কাজ চলছে।

বাংলা ও ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকের পান্ডুলিপি প্রস্তুতের শেষ তারিখ হলো ১৯৮২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর। এর পর পরই কারিকুলাম ও টেক্সট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যান পান্ডুলিপির যথেষ্ট সংখ্যক কপি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছে সরবরাহ করবেন। বর্তমানে ঢাকায় টিচার্স ট্রেনিং কলেজে প্রশিক্ষণ গ্রহণরত শিক্ষকরা ওয়ার্কসপ ব্যবস্থার মাধ্যমে এসব পান্ডুলিপি পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন। আগামী ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে এই পরীক্ষা নিরীক্ষা বা প্রি-টেস্টিং শেষ হবে। এর পর আগামী ১লা জানুয়ারীর মধ্যে এসব বই যাতে বাজারে ছাড়া যায় তার জন্য আগামী নবেম্বর-ডিসেম্বর নাগাদ এ সব বই মুদ্রণের ব্যাপারে টেক্সট বুক বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

ডঃ আবদুল মজিদ খান বলেন, প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সকল পাঠ্যপুস্তকের ভিত্তি বা পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং তার সম্প্রসারণের আলোকে [illegible] একটি পদ্ধতির কথা [illegible] চিন্তা করছেন। দেশের মোট ৭ হাজার ২শ' মাধ্যমিক স্কুল ও [illegible] ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রত্যেকটি এই প্রস্তাবিত প্রিটেস্টিং কর্মক্রমে [illegible] হবে।

দেশে কারিগরি শিক্ষার ভিত্তি সম্প্রসারণে ৬ শ' কোটি টাকা লাগবে বলে মন্ত্রী তার সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন। এছাড়া তিনি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন যে সব পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর কথা বলেছেন, তাতেও বহু শত কোটি টাকা লাগবে। এই টাকা আসবে কোথেকে? মন্ত্রীকে এ সম্বন্ধে আমি প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি কোন সুস্পষ্ট উত্তর আমাকে দেননি। তবে তিনি বার বার আশাবাদের কথা বলেছেন। এ পর্যায়ে তিনি আমাকে জানান, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে এ পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে তিনি ১০ লাখ ডলার অর্থাৎ প্রায় ২২ কোটি টাকার প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন।